দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 DEC 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের বাঁচতে দিন

শিক্ষাঙ্গনের ক্যাম্পাস যে তরুণের আনন্দ-প্রাণচঞ্চল কোলাহলে মুখরিত হওয়ার কথা— সেই ক্যাম্পাস থেকে কেন তরুণের তাজা রক্তের গন্ধ বেরুচ্ছে। পিতা-মাতা হচ্ছেন পুত্রশোকে উন্মাদ, প্রাণপ্রিয় বোনের আদর, সোহাগ থেকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে ভাইকে, স্ত্রী'র পরিধান হচ্ছে শ্বেতবস্ত্র। এ কেমন জগণ্য নির্মম, কলুষিত অধ্যায়। আমি জানি না, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসজনিত কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসের পর মাস তালা ঝুলতে। কিংবা সহযোদ্ধার বুলেট নিভিয়ে দিতে জীবনের সোনালী প্রদীপ। কিন্তু আমাদেরকে কঠিন কঠিন সমস্যার পরিবর্তে এমনি একটি ঘাতক মহামারী ব্যাধির মুখোমুখি হতে হচ্ছে—০ যা খুবই দুঃখজনক।

আমরা সেমিনারে সুললিত কণ্ঠে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি, একের পর এক তদন্ত কমিশন গঠন করি, নিত্য-নতুন অধ্যাদেশ তৈরী করি।

সন্ত্রাস দমনের জন্য আলাদা অধ্যাদেশ থাকার পরও যখন অলিতে-গলিতে লাশের গন্ধ পাওয়া যায়, তখন স্বাভাবিকই অবাক না হয়ে পারি না। সংশয়ের সৃষ্টি হয়— সত্যিই সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা কতটুকু। পুলিশ প্রশাসন কি সন্ত্রাসীদের চেনেন না। না-কি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখ রাঙানীকে ভয় করে না দেখার ভান করেন। বুলেটের মাধ্যমে নেতা হওয়া যায়, কিন্তু টিকিয়ে রাখা যায় না। পরিণতি হয় ডাস্টবিন, ইতিহাসের আস্তাকুড়।

সুন্দর মানের অধিকারী যে ছাত্রদের সন্ত্রাসী বানানো হয়েছে, বইয়ের সম্পর্ক থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে তাদের— স্বার্থ ফুরোলেই কি আপনার দেয়া বুলেট আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না—— একবারও কি তা ভেবে দেখেছেন। সুতরাং সাধু সাবধান। মনে রাখবেন ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট নিতেই শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে— সন্ত্রাসী হতে নয়। আপনারাই আপনাদের লোভাতুর স্বার্থে এদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিয়েছেন। দোহাই, আর নয়—— এবার একটু ক্ষান্ত হোন। সন্ত্রাসীদের সাথে অস্ত্রের সম্পর্ক, কালো টাকার বন্ধন ছিন্ন করুন। আমরা মা-বাবার সুযোগ্য সন্তান হতে চাই, জাতির যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে বাঁচতে চাই। শিক্ষাঙ্গন থেকে লাশ হয়ে ফিরতে চাই না।

—আরিফ মাহমুদ,
পাটানপাড়া, কদমতলী, সিলেট।